R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৭। ১০ই নভেম্বর ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ থানার এ.এস.আই বিপ্লব কর্মকার কি ধ্রুব ব্যানার্জী হতে চাইছেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সির স্নেহধন্য ও মদত পুষ্ট এ.এস.আই. বিপ্লব কর্মকার যেখানে সেখানে গাড়ী থেকে নেমে মস্তানী করার মতো যার তার ওপর লাঠি চার্জ, অশ্লীল খিস্তি, পিস্তল উঁচিয়ে চমকানো শুরু করেছেন। শহর লাগোয়া গোপালনগরে এক প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় একদল যুবকের ওপর বেধড়ক লাঠি চার্জ করেন। তারা নাকি মদ্যপ অবস্থায় ছিল। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল গ্রামের একটি ছেলেকে সম্মতিনগর এলাকায় নির্মমভাবে লাঠি পেটা করেন বিপ্লব বাবু। থানার কুকীর্তি চাপা দিতে স্থানীয় ড্রাইভারদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে (শেষ পাতায়)

রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে নয়া পুরোহিতের নগ্ন জুলুম

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে শবদাহ করতে এসে গত ৮ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের আমড়াপাড়ার রামঅবতার ভকতের পরিবারের লোকজন অসুবিধায় পড়েন। জানা যায় ঐ দিন আমড়াপাড়ার রামঅবতার ভকতের মরদেহ দাহ করতে আসেন তাঁর আত্মীয়রা রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে। সেখানে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে এগার টাকা দক্ষিণা দেন তারা। কিন্তু কালীমন্দিরের নয়া পুরোহিত পঁচিশ টাকা দাবী করেন। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চলে। এই অবস্থায় পুরোহিতের নির্দেশে চুল্লীর দিকের বিদ্যুৎ বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় অন্য শবও দাহ হচ্ছিল। ওরা পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে কেন অসুবিধা ভোগ করবে জানতে চাইলে পুনরায় বিদ্যুৎবাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং আমড়াপাড়ার শব বহনকারীদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা আদায় করে পুরোহিত। নয়া পুরোহিতের এই ধরনের হৃদয়হীন ব্যবহারে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। (শেষ পাতায়)

পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে সিপিএম নেতারা গিরিয়া পঞ্চায়েত দপ্তরে গতি আনলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর চৌদ্দ মাস পর পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে স্বাভাবিক রূপ পেল ৯ নভেম্বর। ৩/৪ ভ্যান পুলিশ নিয়ে সেখানে যান রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, জেলা কমিটির সদস্য সাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ। ঐ দিন পঞ্চায়েত দপ্তরে ১০ সদস্যর মধ্যে ৮ জন উপস্থিত থেকে বাজেট অধিবেশন ছাড়া এলাকার উন্নয়ন, গরীব মানুষদের নানা প্রকল্পে সাহায্য দেয়া নিয়ে আলোচনা হয়। পুলিশ ব্যারিকেটের বাইরে একদল কংগ্রেসী বিক্ষোভ দেখায়। আগের দিন প্রত্যেক মেম্বারের বাড়ী গিয়ে কংগ্রেসীরা সভায় হাজির থাকলে গ্রাম ছাড়া করার হুমকীও দিয়ে আসে বলে জানান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। অন্যদিকে সিপিএমের পক্ষপাতিত্ব করায় এবং গিরিয়া পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন জমা দিতে গেলে বিডিও না নেয়ায় বিডিও অফিস ঘেরাও করে কংগ্রেসীরা।

জেলায় মেডিক্যাল কলেজ আগামী বছর চালু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী শিক্ষা বর্ষে বহরমপুর জেলা হাসপাতালের ক্যাম্পাসে মেডিক্যালের ক্লাস চালু হবে। গত ২৬ অক্টোবর একটি মেডিক্যাল টিমসহ রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র মুর্শিদাবাদে আসেন। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানান – মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার কাছে (শেষ পাতায়)

প্রণব মুখার্জীর বদান্যতায় রাজা-গজাদের ছড়াছড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী এখন অনেকের কাছেই আলাদীন। তাঁর যাদু স্পর্শে কেউ ফুডপার্কের নামে কোটি কোটি টাকা সাবসিডি লুটছেন। কেউ কেউ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যমণি হয়ে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে। অরঙ্গাবাদের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন রেজা এখন অল ইণ্ডিয়া বিড়ি ওয়েল (শেষ পাতায়)

কংগ্রেস কাউন্সিলারের বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের পাশে পুর কাউন্সিলার বিকাশ নন্দের বাসা বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয় গত ৭ নভেম্বর রাতে। ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজনে বিকাশবাবু একজনকে বাড়ীর দায়িত্ব দিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে বাইরে যান। এদিকে বাড়ীর দায়িত্বে থাকা লোকটি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকেন। দুষ্কৃতিরা কোলাপসিবল গেট ও ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তিনটি কাঁচের আলমারি ভাঙে, (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৭

কালীপূজা – সার্ব্বজনীন মিলোনোৎসব

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দু'টি। একটি শরৎকালে, একটি শরৎ শেষে হেমন্তে। একটি দুর্গা, অপরটি কালী। ব্যয়ের অঙ্কে একটি ধনী, অর্থশালী, রাজরাজারার পক্ষেই সম্ভব। অপরটি দুঃখী, ভিখারী, চালচুলোহীন শ্মশানবাসীর পক্ষে সহজে করণীয়। দুটিই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করিয়া শুভ শক্তির বিজয় অভিযানের প্রতীক। দুই দেবীর পোষাক আশাকের পার্থক্যেই প্রতীয়মান হয় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য। দেবী দুর্গা সর্বালঙ্কার ভূষিতা। তাঁর ভোগরাগেও অর্থ কৌলীণ্য প্রকট। দেবী কালিকা উলঙ্গিনী, সাজ-সজ্জার পরিপাটি নাই। রত্নালঙ্কারের পরিবর্তে বনকুসুমের মালায় সজ্জিতা তাঁর সর্ব অঙ্গ। শ্মশানের শবশির শবহস্ত তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। প্রসাধনবিহীন তাঁর কেশ। তিনি এলোকেশী। বন্য উগ্রতা তাঁর চক্ষুতে, আননে, সর্ব অঙ্গে। তিনি বাহনবিহীনা। তাঁর চতুর্দিকে দেবমণ্ডলী নাই, আছেন অতি সাধারণ নীচ শ্রেণীর ডাকিনী, পিশাচিনীরা। শ্মশানবাসী শিবাকুল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ভক্তকুলের অতি সাধারণ ফলমূলে, পানীয়েই তিনি তৃপ্তা। তাঁর আরাধনায় ব্যয়ের অঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি সত্যিই মা। দীন-দরিদ্র, গৃহহীন, সমাজহীন হৃতসর্বস্বেরও তিনি জননী। তিনি একাধারে পরমস্নেহময়ী জননী, আবার উগ্র-শক্তিময়ী অসুরনাশিনী। সন্তানের মঙ্গলার্থে মা মহাকালী অশুভ অসুর শক্তিকে দমন করেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। আবার বরাভয়দান করেন আপন সন্তানদের। বিলাস আলোকসজ্জার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কর্মব্যস্ত সন্তানের সুবিধার্থে দিবসে তিনি পুজা চাহেন না। কর্মশেষে বিশ্রামের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর পূজার আয়োজন। সামান্য প্রদীপের আলোই তাঁর মহাপ্রিয়। প্রাচুর্য্যহীন আরাধনা, বিলাসবর্জিত আরাধনার এই যে বৈশিষ্ট্য ইহাই সত্য, সত্য সার্ব্বজনীন আরাধনা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদবিহীন, মহাশক্তির আরাধনা তাই এত প্রিয়। সেই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশে ঘরে ঘরে হয় দীপাবলীর আলোকসজ্জা। এ এক প্রাণের পূজা সত্যিকারের পূজা। মহাকালী মা। তিনি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের এমন কি চণ্ডালেরও মা। শুচিতা অশুচিতার বাল্যই নাই এই মাতৃ আরাধনায়। তাই মহাশ্মশানের বুকেও তাঁর পূজাবেদী। সর্ব শ্রেণীর সর্ব বর্ণের মানুষের একত্রিত অঞ্জলি গৃহীত হয় মাতৃ চরণে। কালী পূজার মাধ্যমে তাই বাঙালীর মনের জাত-পাতের ভেদবিহীন, সার্ব্বজনীন মহাভাবের রূপটি ধরা পড়ে। বাঙালীর এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ এক বর্ণ ভেদহীন সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব।

প্রথম বাঙালী মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

বাঙালীদের নামে একটা অপবাদ আছে– তারা নাকি চেনা ছক ভাঙতে জানে না – কিংবা ভাঙতে চায় না। অথচ ইতিহাস তো উল্টো কথাই বলে ডাক্তার গড়ার অর্থহীন উদ্দামতাতে বাঙালী একটু পিছনের সারিতে থাকলেও চিরাচরিত পদ্ধতির প্রয়োজনীয় রদবদল করে একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের থেকে বাঙালীরাই এগিয়ে থাকে। ইতিহাস তার সাক্ষী। চৈতন্যদেব থেকে রামমোহন, বিবেকানন্দ থেকে সুভাষচন্দ্র – গতানুগতিকতার ছন্দ ভেঙ্গে বাঙালীরাই খুলে দিয়েছেন অগ্রগতির নতুন নতুন সোপান। বাংলার ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে গোটা দেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন স্বাধীন দেশের অবাঙালী পরিচালকরাও। সব প্রয়াস সবসময় আমাদের স্মরণে থাকে না। তবে মাঝে মধ্যে অবিরত নিন্দাবাদ আর আত্ম অবমাননার কনসার্ট শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়েই চীৎকার করতে ইচ্ছে করে। ব্রিটিশ রাজত্বে একসময় সূর্য অস্ত নেত না। সেই ব্রিটিশ রাজত্বে প্রথম মহিলা স্নাতক একজন নয় – দু'জন বাঙালী মেয়ে। তখন লন্ডনও পারে নি। কোনো মেয়েকে স্নাতক স্তরে পড়ার সুযোগ দিতে। তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার টেষ্ট পরীক্ষা নিয়ে বাংলার দুই মেয়ের উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দিয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহের ২০ বছর বাদে ২০ বছর বয়সী এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেও ছিল একটা মহাবিদ্রোহ – রক্তাক্ত নয় তবে রঙ্গীন। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় আর চন্দ্রমুখী বসু – এদের নাম সাধারণ জ্ঞানের সাধারণ ও অসাধারণ সব বইতেই পাওয়া যাবে। ১৮৭৮'এ এন্ট্রাস পাশ করেন কাদম্বিনী, ১৮৮০ তে এফ.এ. আর ১৮৮৩ তে বি.এ। তখন কাদম্বিনী বিবাহিতা। স্বামী বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বিবাহ হয় রেজিষ্ট্রি করে। প্রথম পক্ষের মেয়ে বিধুমুখীর সঙ্গে বিবাহ হয় বাংলার এক দিকপাল বংশধারার আদিপুরুষের– উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

কিন্তু স্নাতক হবার পর চন্দ্রমুখী যোগ দেন বেথুন কলেজে অধ্যাপিকা হিসাবে। কাদম্বিনী পড়তে চাইলেন ডাক্তারী। নানা তর্ক বিতর্ক, বাদানুবাদ শেষে কাদম্বিনীর জন্য মেডিক্যাল কলেজের দরজা খুলেছিল। বিশ্বের প্রথম মহিলা ডাক্তার এলিজাবেথ ব্ল্যাকতয়েল ছিলেন নিউইয়র্কের বাসিন্দা। পড়েছিলেন ঐ দেশেরই জুনিয়ার মেডিক্যাল স্কুলে ব্রিটেনের প্রথম মহিলা ডাক্তার এলিজাবেথ গ্যরেট অ্যাণ্ডারসন। ১৮৬৫তে তিনি পাশ করেন। পান এল.আর.এস বৃত্তি। কাদম্বিনীকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই চলতে হয়েছিল। সব বিষয়ে পাশ করেও মেডিসিনে তিনি ফেল করলেন। এর পিছনে ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের অবদান ছিল বলে ধারণা করা হয়। তিনি ছিলেন পরীক্ষক। কিন্তু মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ কোটস্ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাদম্বিনীর দক্ষতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। (৩য় পাতায়)

আজকের শৈশব

সাধন দাস

দুঃখের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে – আজ আর মাতৃগর্ভ থেকে কোনও শিশুর জন্ম হয় না। কম্পিউটার কোলে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে একেকজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। তাই আজকের দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গেছে 'শৈশব'।

যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে কবে থেকেই, ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়ির একচিলতে ঘরে শিশু-মানুষেরা এখন বন্দী। জানলার ফাঁক দিয়ে এক গজ নীল আকাশ উঁকি মারে ঠিকই। কিন্তু সেদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই তার। নিজের ওজনের চেয়ে ভারি ব্যাগ পিঠে, স্কুল বাদে বাকি সময়টুকু ছিনতাই হয়ে যায় অঙ্ক স্যর, ভূগোল স্যর, ইংরেজি স্যরদের কাছে। বাকি সময়টুকু কেড়ে নিয়ে যায় সাঁতার, তবলা আর আবৃত্তির ক্লাশ। তারপর রাতে মায়ের কড়া নজরদারিতে পরদিনের হোমটাস্ক। সবাইকে একেকটা আইনস্টাইন বানাতে হবে না ? তারা যদি জানত যে এই 'আইনস্টাইনেরা' একদিন একেকটা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' হয়ে উঠবে, তাহলে বোধহয় এই ইদুঁর দৌড়ে তারা সামিল হত না।

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙা থেকে আরম্ভ করে রাতে সুইচ অফ করে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন তার ছকে বাঁধা রুটিন – চন্দনা বা মুনিয়া পাখিটার মিষ্টি সুর আজ আর তার কানে পৌঁছায় না। মায়ের কোলে বসে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পারের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি 'সেকেলে' হয়ে গেছে। চাঁদের বুড়ির গল্প ? কে শোনাবে ? বাবা অফিসের কাজে ব্যস্ত, মা খাতা দেখছে স্কুলের। তার চেয়ে ভালো কমিক স্ট্রিপ বা 'কার্টুন চ্যানেল, তার চেয়ে ভালো হিন্দি ছবি – কেমন কাঁচের জানালা ভেঙে মোটর বাইকে চ'ড়ে ঝড়ের গতিতে হাওয়া হয়ে গেল হিন্দি ছবির হিরো। অ্যাকশন না হলে শিশুদের মন ওঠে না আজ।

'প্রগতি'র সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রকৃতি আজ অচ্যুত। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে এই হাইটেক যুগে আজ হারিয়ে যাচ্ছে 'নিশ্চিন্দিপুর', হারিয়ে যাচ্ছে 'অপু'রাও। হায়, কোথায় সেই নবীন ডাগর চোখের বিস্ময়। কাশবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার আনন্দ, কোথায় সেই কালমেঘের জঙ্গলে শেষ বিকেলের করুণ রোদ, মধুখালি বিলের পাশ দিয়ে সোনাডাঙা মাঠ পেরিয়ে বেত্রবতীর খেয়াঘাট !!

শৈশবের দাবিকে এমনিকরেই প্রতিদিন গলা টিপে মেরে ফেলছে আজকের পিশাচ-প্রজন্ম !! খে-কুঁড়িদের ভোরের আলো আর শিশিরের স্নিগ্ধতায় একটু একটু করে 'বিকশিত ফুল' হয়ে ওঠার কথা, তারা কুঁড়িতেই ন্যুব্জ হয় বাবা-মায়ের অপূর্ণ আকাঙ্খা পূরণের বোঝা বইতে গিয়ে। চাঁপাকলি যে-আঙুলগুলি দিয়ে প্রজাপতি ধরা বা বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকা ভাসানোর কথা, সেই আঙুলগুলি কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করতে করতেই ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। হৃদয়ের দাবি মিটছে না বলেই তারা একেকজন 'যন্দ্রমানব' হয়ে উঠছে, আর তারপর – 'যন্ত্রদানব', আর তারপর ? তারপর তারাই বৃদ্ধ বাবা-মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে ! তাদের আর দোষ কি ?

শেষ বিচার

আশালতা দেবী

হিংসা, দ্বেষ, অপবাদ অপমানে ভরা
এই জন্মের মহাযজ্ঞ করি সমাপন
এখন যাইবো আমি অজানা কোনো দেশে
এখানে বিদায় মোর, সেথা আবাহন।

জানি সে কোন দেশ কিবা আছে সেথা ?
মোরে ছাড়ি গেছে যারা, তারা কী রয়েছে ?
যখন যাইবো আমি, মোর লাগি দুবাহু বাড়ায়ে
আনন্দে উৎফুল্ল চিতে ধরিবে কী আমারে জড়ায়ে ?

হয়তো দেখিব সেথা, কেহ নাই কোন কিছু নাই
সীমা হীন, শুধু অন্ধকার বিরাজেছে সেথায়।
প্রভু মোর প্রার্থনা মাগি খোল বদ্ধদ্বার
আঁখি জলে ভাসি বলি – করহ বিচার।
তব দ্বারে কর জোড়ে দাঁড়ায়ে থাকিয়া অনুক্ষণ
মনে মনে ভাবি আসিয়াছি ফেলে মোর নন্দনকানন।
পুনঃ সেই কণ্ঠ শুনি চমকিয়া উঠি "বৎস কোথা ছিলে" ?
সত্য করে বলো মোরে জীবনের এতদিন কী করে কাটালে

নত শিরে কহিব তাহারে "ওগো অন্তর্যামী
তুমি তো সবই জানো – কী বলিব আমি !
জাতকের শুভ জন্ম কালে
তোমার মনের ইহা লিখে দাও জাতকের ভালে।

কারে করো রাজা তুমি, কারে করো দীন
কারে করো সাধুসন্ত, কারে করো হীন
তোমার ললাট লিখন মতো করে তারা কাজ
তবে কেন বিচারের করো প্রহসন, ওগো মহারাজ।

পুণ্য কী জানিল তো আমি, কিছুই করিনি
গুরুজনে শ্রদ্ধা আর আর্ত্তজনে সেবা ছাড়া কিছুই ভাবিনি
পাপ মোর দেহে কিছু নাই, থাকিলে থাকিতে পারে মনে
তবে কী থাকে পাপ স্নেহমাখা চুম্বনে, প্রীতিভরা আলিঙ্গনে

আমি তো মানি না সেই সব, ক্ষোভ নাহি মনে মোর
ওগো প্রভু তুমি মোর পাপ পুণ্যের করহ বিচার।
বিচারের ক্ষণে তোমারে স্মরণ করে রাখিলাম
তোমার চরণ কমলে আমার অন্তিম প্রণাম।

প্রথম বাঙালী মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী

(২য় পাতার পর)

তাই কাদম্বিনী হলেন গ্রাজুয়েট অফ মেডিক্যাল কলেজ অফ বেঙ্গল। চাকরি পেলেন ইডেন হাসপাতালে। ১৮৮৮ তে সেকালের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল যে মিসেস গাঙ্গুলী রোজ ৪৫/৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্কোয়ারে রুগী দেখছেন। সে সময়ে তাঁর বিশেষ পসার হয় নি। কিন্তু এডিনবরা ও গ্ল্যাসগো থেকে এল.আর.সি.পি. এল. আর.সি.এস. এবং এল.এফ.পি.এস. পরীক্ষার পাশ করে আসার পর তিনি প্রথমে ইডেন হসপিটালে চাকরি পেলেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক হলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তারী শিক্ষক। এরপর দীর্ঘজীবন ধরে বহু মানুষের জীবনে ডাক্তার হিসাবে কাদম্বিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। জটিল অস্ত্রোপচার প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা সব কিছুতেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি জীবনের শেষ দিনেও সকালে রোগী দেখতে বের হন। ১১ টায় বাড়ী ফেরেন। এসে অসুস্থ বোধ করেন ও ১৫ মিনিটের মধ্যে মারা যান। সেদিনটা ছিল ১৯২৩ এর ৭ই অক্টোবর।

কাদম্বিনী বসুর জন্ম ১৮৬১তে সম্ভবতঃ ২৩শে আগষ্ট। বাবা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন ব্রাহ্ম। শৈশব কেটেছিল ভাগলপুরে। তারপর ব্রজকিশোর চলে আসেন বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে। কাদম্বিনী সহ পরিবারের পরবর্তী দিনগুলি কাটে বহরমপুরেই। সেখানেই শিক্ষার প্রথম বীজ অঙ্কুরোদগম্। তারপর ১৮৭৮ সালে তিনি কলকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুল ও কলেজে পড়াশুনা করেন। সে হিসাবে কাদম্বিনী এক দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ দুহিতা। ২০১০ এই মুর্শিদাবাদ দুহিতার জন্মের ১৫০ বছর। অন্য কোথাও না হলেও জেলার মেয়েদের স্কুলগুলোতে কি তাঁকে নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত নয় ?

মা ও আশালতা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মা – ডাকলাম। উত্তর দিল মা আর নেই। সোম থেকে শনি একটা সপ্তাহ – সব আশা আকাঙ্খা নির্বাপিত হল। দীর্ঘ সময় ধরে মুহূর্ত্তে, মুহূর্ত্তে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে মা, হৃদয়, মন, দেহ সর্বত্রই ছিল। যাঁরা কাছের তাঁরা জানতেন, মা ফোন করে বলত, বাবা বাসায় এস, চা খাবো, লক্ষ্মী-ছেলে।" সব সময়, আষ্টে, পৃষ্ঠে আমাকে নিয়েই বেঁচে ছিল একটা মানুষ। ঘুম ভেঙ্গে আমায় দেখতে না পেলেই বাড়ীর সবাইকে অস্থির করে বলত, "আমার ছেলেকে ফোন কর, আমার ছেলে কোথায় ?" ফোনে উত্তর পেলেই বলত "তাড়াতাড়ি শিগ্‌রি শিগ্‌রি বাড়ী এসো।" বোধনে সবাই ঘট ভরে দুর্গা নিয়ে এল। আমাদেরও কোদাখাকীর ঘট এল। আর আমার মায়ের জীবনঘট বিসর্জন দিয়ে এলাম বোধনের দিন। মা এখন একটা শব্দ যা সারা ব্রহ্মাণ্ডকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে। এটা অনুভূতির গভীর গহন কোণের কথা। যাঁদের জীবন স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ব্যবসা, চাকরি সব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে মায়ের পট থেকে সন্তানের হৃদয় অনেক দূরে থাকে, তাঁরা জগতের গতিতে আবহ হয়। অনুভূতি সরে দাঁড়ায়। আমার জীবনে সবই ব্যতিক্রম। মা-ছায়ে আষ্টে, পৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলাম। মা চলে যাবার পরদিন মনে হল এই আমি ভূমিষ্ঠ হলাম। আমার সমস্ত সত্ত্বা, বোধ সবই ছিল মায়ের মধ্যেই প্রোথিত মাতৃস্নেহে আপ্লুত ছিলাম। কিন্তু বয়েস বৃদ্ধি হয়নি। আজ মনে হল শিশুকে হাঁটতে শিখিয়ে চলে গেলেন। মা বৃক্ষ, সন্তান তাঁর আশার লতা। তাকেই জড়িয়ে ধরে বেড়ে ওঠে তারই রসে। মাতৃবিয়োগের পর অনুদার দিদি এলেন। এখানে অনুদার দিদির স্নেহে আমিও ভাগ বসিয়েছি অনেকদিন। দিদি এসে বললেন, মা (মানে অনুদার মা) বলল," সাংবাদিকের মা না মরে সম্পাদকের মা কেন মরল না।" পঞ্চমীতে কাজ করতে বসে পুরোহিত যখন বললেন, প্রেতোক্ত মাতা ক্ষমারাণী দেবীস্য বিমুক্ত সর্বলোক অক্ষয় গমনকাম।" তখন রাগে, দুঃখে মাকে মনে মনে বললাম," সাতদিনে জগৎ তোমায় প্রেত করে দিল।" ৯১–২০১০ সাল মধ্যে পাঁচ বছর বাদ দিলে সারারাত তোমার জন্য জেগে থাকতাম। দিদিরা সারাদিন পরিশ্রম করে ঘুমাত। আমি লিখতাম আর মাঝে মাঝে মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম – ফ্যান কমিয়ে দেবো, জল খাবে, কারমোজাইম দেবো। মা তখন বলত, " জগৎ ঘুমায় গভীর নিশায়, যোগী শুধু রয় জাগিয়া"। অসম্ভব স্মৃতিধর মানুষ ছিলেন। জীবনবোধ ছিল অদ্ভূত। শত কষ্টেও বেঁচে থাকতে চাইতো। বলত, "বোকারা মরে, আমার মরণকে বড্ড ভয়। আমি যেন ঘুমের ঘোরে মরি।" আমি সারাদিন পরিশ্রম করেও মায়ের কাছে যখন শুতাম বা বসতাম তখন শিশুর মতো হাত দুটো দিয়ে গায়ে হাত বোলাত। তখন মনে হত দ্বিগুণ শক্তি আমার দেহে প্রবেশ করে গেল। আমি মাকে রাত্রে উঠে উঠে দেখতাম তার ফলে সকালে উঠতে পারতাম না। সেইরকম দুটো হাতের ছোঁয়া পেলাম অনুদার মা আশালতা দেবী যখন জড়িয়ে ধরে বললেন, "কাঁদিস না, মন খারাপ করলে আমার কাছে চলে আসিস। তোকে বড় হতে হবে, অনেক বড় কাজ করতে হবে।" আমি যে ছোট ছেলে এটা তিনিই শুধু বুঝতে পারলেন। কারণ মা তো সার্বজনীন। ৯০ বছরে দাঁড়িয়ে থাকা অনুদার মা 'শেষ বিচার' বলে একটি স্বরচিত কবিতা শোনালেন। স্বাধীনতার আগে যাঁদের জন্ম তাঁদের বোধ, সত্ত্বা, মায়া-মমতা, চিন্তা চেতনাগুলো এখন মনে হয় এ যুগের থেকে আলাদা। আশালতা দেবী বললেন," এবার আমি যেতে পারি। তোর মায়ের পাশে আমাকে জায়গা করে দিতে বল। ওবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে মনে হল বাবা মারা গেলে কষ্ট হয়। কিন্তু মা মারা গেলে ছেলেরা অনাথ হয়।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'জঙ্গিপুর সংবাদ' গোষ্ঠীর লেখক স্মরণ দত্তের মা প্রতিমা দত্ত (৭৪) গত ২৯ অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ধর্মপ্রাণা প্রতিমা দেবী বেশ কিছুদিন ধরে হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। এর জন্য মাস চারেক আগে তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচারও হয়। মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানুষ্ঠানের পর তাঁর পুত্রেরা দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন বলে খবর।

কংগ্রেস কাউন্সিলারের বাড়ীতে

(১ম পাতার পর)

ভেতর থেকে রূপোর বাসন সেট, কাঁসার যাবতীয় বাসনপত্র, নগদ প্রায় ৫০,০০০ টাকা ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে যায়। গোদরেজের আলমারি ভাঙতে ব্যর্থ হয় দুষ্কৃতীরা বলে জানা যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গেছে। চুরির হাল হকিকৎ দেখে অনেকেই বাসার দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটির দিকে সন্দেহের আঙুল তুলছেন।

জেলা মেডিক্যাল কলেজ আগামী বছর

(১ম পাতার পর)

অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কাগজপত্র জমা পড়েছে। তিনি জানান-জেলা সদর হাসপাতালের মধ্যে যে উদ্‌বৃত্ত জমি আছে সেখানে প্রথম কাজ শুরু হবে। মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণে প্রথম পর্যায়ে একশো কোটি টাকা খরচ হবে। মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনায় অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদনও চলে এসেছে। এই বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনোয়ারুল হক, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রণব মুখার্জীর বদান্যতায় রাজা-গঙ্গাদের

(১ম পাতার)

ফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই সুবাদে হুমায়ুন রেজা বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিল্লীতে যাতায়াতের সুযোগ, সেখানে আবাসন, সিকিউরিটি ছাড়া মাসিক মোটা ভাতা সব কিছুই পাবেন। একজন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন তারই অধিকারী হলেন হুমায়ুন রেজা। একইভাবে বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডাইরেকটরস এর সদস্য মহঃ সোহরাব এবং ইউকো ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডাইরেকটরস এর সদস্য মহঃ আখরুজ্জামান।

রঘুনাথগঞ্জ থানার এ.এস.আই

(১ম পাতার পর)

উল্লেখ্য, এই একের পর এক ড্রাইভার নিয়োগ করা হচ্ছে এখানে বলে খবর। ড্রাইভার বাপী সেখ এখন থানার অলিখিত আই.সি.। বাপী ও তাঁর এক আত্মীয় মোটর সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে আসামী খোঁজার নামে তোলা তুলতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপী সেখ ও থানার এক প্রথম শ্রেণীর দালাল জনৈক তাজ সেখের মধ্যস্থতায় শ্রীকান্তবাটী এলাকার প্রায় আঠাশ বছরের চায়ের দোকানদার উত্তম ঘোষকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে। জানা যায়, জঙ্গিপুর হাসপাতালের ডাঃ হায়দার নওয়াজ গোপালনগরে জায়গা কিনে বাড়ী তৈরী করছেন। তার যাতায়াতে উত্তম ঘোষের দোকান পদে পদে বাধা দিচ্ছে। তাই এই দোকান উচ্ছেদে দালালদের মাধ্যমে মোটা টাকা রফা হয় পুলিশের সঙ্গে। অন্যদিকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে এলাকার মানুষ একাট্টা হয়ে দাঁড়ানোয় বিপ্লব কর্মকার কিছুটা দমলেও, মাঝে মধ্যে ঐ এলাকায় গিয়ে লোককে চমকাচ্ছেন বলে অভিযোগ। বিনা হেলমেটে মোটর সাইকেল চালানোর জন্য সাধারণ মানুষ অভিযুক্ত হলেও, বহু পুলিশ বা হোমগার্ড বিনা হেলমেটে মোটর সাইকেল নিয়ে শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এক সময় রঘুনাথগঞ্জ থানায় ওসি ধ্রুব ব্যানার্জী এলাকায় সন্ত্রাস এনে লক্ষ লক্ষ টাকা কামান। কিন্তু তার পরিণতি ভালো হয়নি। এ.এস.আই বিপ্লব কর্মকারকে জঙ্গলমহলে পাঠানোর আর্জি জানিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে গণ আবেদন পাঠাচ্ছেন গোপালনগর এলাকার মানুষ বলে জানা যায়।

লাইব্রেরী গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নেতাজী লাইব্রেরীর দ্বিতল গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান গত ২৭ অক্টোবর হয়ে গেল। ১৯৮০ সালে লাইব্রেরীটি সরকারী অনুমোদন পায়। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজী লাইব্রেরীর সম্পাদক রবীন মিশ্র, গ্রন্থাগারিক সুদর্শন কর্মকার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে মাষ্টারপাড়ায় দু'শতক জায়গার উপর দোতলায় চারটি ঘর, বাথরুম-পায়খানা। নিচে তিনটি ঘরসহ বাথরুম-পায়খানা এবং সাব-মারসাবেল পাম্পে জলের ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ-৯৪৭৭৪৭৩৯১৯

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে নয়া পুরোহিতের

(১ম পাতার পর)

শ্মশানকালীমাতার আগের পুরোহিত মঙ্গল ব্রহ্মচারী নানা দুর্নীতির অপরাধে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। দেবী মন্দির কালিমা মুক্ত রাখতে শ্মশান কমিটি আশাকরি তৎপর হবে।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাস্তিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।